৪.১৭ সরকারী ঋণ ও ব্যক্তিগত ঋণ [Public Debt and Private Debt]

সরকারী ঋণ কি? আয় বা রাজস্বের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে অর্থসংস্থানের জন্য ব্যক্তির মত সরকারকেও ঋণ করতে হয়। সরকার তার ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে সাধারণত তিনটি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এগুলি হল—[১] কর, [২] ঘাটতি ব্যয়, এবং [৩] ঋণ। কর-রাজস্বের ও ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে অর্থসংস্থান যেমন প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে তেমনি এগুলি বিপজ্জনকও হতে পারে। তাই আধুনিককালের কল্যাণব্রতী সরকার ঋণ করে থাকে—যদিও ঋণের অনেক বিপদ আছে।

দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে, জনসাধারণ, কারবারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে সরকার ঋণ করে থাকে। সরকারী স্বল্পকালীন ঋণ বা রাজস্ব বিল (Treasury Bills)-সহ সরকারী ঋণপত্রই হল জাতীয় ঋণের বৃহদাংশ। করের সঙ্গে সরকারী ঋণের পার্থক্য হল এই যে কর অর্থসংস্থানের একটি বাধ্যতামূলক উৎস। ঋণের সঙ্গে সাধারণত বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন জড়িত থাকে না।

এই প্রসঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী বা ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। সরকারী ও ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় পার্থক্যই বেশি : [১] সরকার তার দেশের নাগরিকের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের কাছ থেকে নিজে ঋণ নিতে পারে না। [২] সাধারণত সরকারী ঋণ বাধ্যতামূলক হয় না। তবে দেশের আপৎকালীন অবস্থায় সরকারী ঋণ বাধ্যতামূলক হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ সব সময়েই স্বেচ্ছাকৃত হয়। [৩] সরকারী ঋণ দেশ ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত হয়। কিন্তু, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত ঋণ প্রধানত দেশের অভ্যন্তরেই সংগৃহীত হয়। [৪] ব্যক্তিগত ঋণ সব সময়েই পরিশোধ্য (redeemable)। কিন্তু, সরকারী ঋণ অপরিশোধ্য (irredeemable) হতে পারে। [৫] কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করলে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে; কিন্তু, সরকার কখনোই দেউলিয়া হয় না। [৬] সরকারী ঋণের বোঝা দেশবাসীকেই বহন করতে হয়। [৭] ব্যক্তিগত ঋণ সাধারণত ব্যক্তিগত ভোগ বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে করা হয়। ফলে ব্যক্তিগত কল্যাণ হয়। কিন্তু, সরকারী ঋণ দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য করা হয়। সরকারী ঋণ উৎপাদনের উপকরণসমূহের বিলিবণ্টন, আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। [৮] ব্যক্তিগত ঋণে ঝুঁকি বেশি। কিন্তু সরকারী ঋণে ঝুঁকি কম, নিরাপত্তা বেশি। তাই সরকারী ঋণের সুদের হার তুলনায় কম হয়।

৪.১৮ সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল [Economic Effects of Public Debt]

সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি নিম্নরূপ—

[ক] অর্থের যোগানের ওপর সরকারী ঋণের ফলাফল : সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে টাকাকড়ির যোগান বাড়ে। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, সরকার ঋণপত্র বিক্রি করে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করে। এর ফলে লোকের হাতে টাকাকড়ি আসে। প্রয়োজনে ঋণদাতারা ঐ ঋণপত্র ব্যাঙ্কের কাছে জামিন রেখেও ঋণ দিতে পারে। আমরা জানি যে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ঋণ বা আমানত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে টাকাকড়ি সৃষ্টি করে।

[খ] দামস্তরের ওপর প্রতিক্রিয়া : পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় সরকারী ঋণ মুদ্রাস্ফীতিকাতর (inflation-sensitive) হয়। কারণ, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় অতিরিক্ত টাকাকড়ি ব্যয়িত হলে তা উৎপাদন বাড়ায় না, দামস্তর বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য, অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় অতিরিক্ত টাকাকড়ি অব্যবহৃত উপকরণসমূহকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে। দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটলেও তা যৎসামান্য হয়। তবে, সরকারী ঋণের দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, এ যুক্তি সঠিক নয়। সরকারী ঋণ ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে। সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ভোগ ব্যয় হ্রাস পায়।

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ভোগ ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সুতরাং, সরকার ঋণ নিলেই যে তা মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন দেবে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। প্রসঙ্গত, ঋণের সম্প্রসারণমূলক প্রভাব ও মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। যদি সরকারী ঋণের ফলে অর্থব্যবস্থায় কোন সম্প্রসারণমূলক প্রভাব না পড়ে, তবে ঋণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকারী ঋণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, সরকারী ঋণের সম্প্রসারণমূলক প্রভাব নির্ভর করে ঋণের ব্যবহারের ওপর। দেশের সামগ্রিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী ঋণ কাজে লাগালে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না।

[গ] সুদের হারের ওপর প্রতিক্রিয়া ঃ সরকারী ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে দেশের মধ্যে সুদের হার বাড়ে। অতিরিক্ত অর্থের জন্য সরকারকে বেসরকারী ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঋণ সংগ্রহ করতে হয় বলে সুদের হার বেশি দিতে হয়।

[ঘ] উৎপাদনের উপকরণের বণ্টনের ওপর প্রভাব ঃ সরকারী ঋণ উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে উৎপাদনের উপকরণগুলির যথাযথ বণ্টন সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপকরণগুলি যেভাবে নিয়োজিত হয় তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হয়। এর ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলির বণ্টন দক্ষভাবে হয় না। অবশ্য, সুদ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বা অনুন্নয়নমূলক কাজে সরকারী ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হলে উৎপাদনের উপকরণের দক্ষ বণ্টন হতে পারে না।

[ঙ] উৎপাদন ও আয় বণ্টনের ওপর প্রভাব ঃ সরকার তার ঋণ ও ঋণজনিত সুদ পরিশোধের জন্য কর আরোপ করে। উচ্চহারে কর ধার্য করা হলে করদাতার কর্মোদ্যম ব্যাহত হয়। যদিও ঋণের দরুন সম্পদের হস্তান্তর হয় মাত্র [করদাতার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা ঋণদাতাকে দেওয়া হয়], তথাপি করের ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়ার [কর্মোদ্যম হ্রাস পায়] দরুন মোট উৎপাদন ব্যাহত হয়। ঋণের দরুন উত্তর-পুরুষেরা কম মূলধন পেয়ে থাকে। ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন হ্রাস পায়।

সরকারী ঋণ আয় বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। সরকার ঋণ পরিশোধের সময় কর ধার্য করে যার বোঝা ধনী-দরিদ্র সকলকেই বহন করতে হয়। দরিদ্রশ্রেণীর ওপর করের বোঝা বেশি পড়ে। ধনী ঋণদাতারা তাদের দেয় করের তুলনায় সুদ হিসাবে বেশি আয় উপার্জন করে। ফলে সমাজে ধনবৈষম্য দেখা দেয়। অবশ্য, সরকারী ঋণ যদি দরিদ্রশ্রেণীর উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয় তাহলে ধনবৈষম্য হ্রাস পেতে পারে।

৪.১৯ সরকারী ঋণের যৌক্তিকতা বা উদ্দেশ্য [Justification or Purposes of Public Debt]

দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, অ-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে সরকার ঋণ করে থাকে। সরকারের রাজস্বের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে ঋণের মারফৎ সরকার অর্থ সংগ্রহ করে। এমন এক সময় ছিল যখন সরকারী ঋণকে অপচয় ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হত। সরকারী ঋণ সরকারের আর্থিক দুর্বলতারও প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা হত। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশের সরকারও ঋণ করে থাকে। বর্তমানে প্রতিটি দেশের সরকার নানাবিধ উদ্দেশ্যে ঋণ করে। পরপৃষ্ঠায় লিখিত অবস্থায় সরকারী ঋণ যুক্তিসঙ্গত বা সমর্থনযোগ্য।

[ক] অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে : যুদ্ধ, বন্যা, খরা প্রভৃতি সঙ্কটজনক অবস্থায় মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি হয় যে শুধুমাত্র কর রাজস্বের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই আপৎকালীন সময়ে স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণ সংগ্রহ সমর্থনযোগ্য।

[খ] মন্দা নিয়ন্ত্রণে : মন্দার সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিম্নস্তরে চলে আসে। বেসরকারী বিনিয়োগ কম হয়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। লোককর্ম-সৃষ্টিকারী কর্মসূচী সরকারী বিনিয়োগের একটি দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে মন্দার সময়ে কর আরোপ করে অর্থ সংগ্রহ করার পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, কর ধার্য করা হলে করদাতাদের ব্যবহারযোগ্য আয় হ্রাস পায়। ফলে, বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পায়। আবার, মন্দার সময়ে জনগণের আয় কম হয় বলে করের সাহায্যে পর্যাপ্ত অর্থ সংগৃহীত হতে পারে না। এই অবস্থায় সরকারী ঋণের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে মন্দা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিনিয়োগের গুণক প্রক্রিয়ার দরুন আয় ও নিয়োগ বেড়ে গিয়ে অর্থব্যবস্থায় পুনরুন্নতি দেখা দেয়।

[গ] মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারী ঋণের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে লোকের ক্রয়শক্তি বেড়ে যায় এবং তা মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন দেয়। সরকার জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিলে ব্যয়োপযোগী আয় ও ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। এইভাবে অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

[ঘ] অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে : স্বল্পোন্নত দেশের সরকারগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়ায় উন্নয়নমূলক ব্যয় বেড়ে গেছে। এই সমস্ত দেশে বাঁধ, সেচখাল, সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক উপকাঠামো গঠনে কর অপেক্ষা সরকারী ঋণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুন সমাজে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়। আবার, এই ব্যয়গুলি পৌনঃপুনিক নয় বলে এবং ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক বলে কর মারফৎ সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক। তাই, সরকার ঋণ করে অর্থ সংগ্রহ করে। ভবিষ্যতে এই ব্যয়ের দরুন যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় বা আয় বৃদ্ধি হয় তার ওপর কর ধার্য করে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হতে পারে।

[ঙ] বাজেট ঘাটতি দূরীকরণে : অধিকাংশ সময়েই সরকারী বাজেটে অসমতা, বিশেষত ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি দূর করার জন্য সরকার কখনো কখনো ঋণ করে। তবে, বাজেটে ঘাটতি যদি দীর্ঘকাল ধরে দেখা দেয় তাহলে ঋণ করে তা দূর না করে অন্য পন্থা অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং, সরকারী ঋণ যে বিপজ্জনক এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। উপরন্তু, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই, আধুনিক সরকার ঋণ করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। অবশ্য, ঋণের মাত্রা অত্যধিক হলে এবং তা অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে সরকারী ঋণ অর্থনৈতিক জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

[Burden of Public Debt]